সুনামগঞ্জের হাওরবাসী
সুখ-দুঃখ আর বেঁচে থাকার সংগ্রাম

বৃষ্টি আর পাহাড়ি ঢলে আগাম বন্যা। ডুবে একাকার হয়ে যায় হাওর-বিল। নষ্ট হয় কোটি কোটি টাকার ফসল। অসহায় মানুষের মাঝে বিরাজ করে হাহাকার। নতুন পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে আসে সরকার। গঠন করে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি)। শুরু হয় বাঁধ নির্মাণের কাজ। এলাকাবাসী মিলে কাজ এগিয়ে নিয়ে যায় দ্রুততার সঙ্গে। সুনামগঞ্জের হাওর এলাকা ঘুরে পিআইসি'র কাজ পরিদর্শন করে রিপোর্ট করেছেন **মহিউদ্দিন নিলয় ও খোন্দকার তাজউদ্দিন**

সময় ১২টা বেজে ১৫ মিনিট। দুপুরের তপ্ত রোদের মধ্যে গিয়ে নামলাম হালির হাওরে। নৌকার সামনেই ঘিরে ধরেছে এলাকার লোকজন। তারা তাদের অভাব-অভিযোগের কথা বলতে চায়। সবাইকে নিয়ে করচ-হিজলের বাগানে বসলাম। পাশেই একটি করচ গাছকে ঘিরে 'ভক্তি' (পূজা) দিচ্ছে কয়েকজন হিন্দু মহিলা। ছবি তুলতে গেলেই এক বৃদ্ধা হাসি দিয়ে বললো, 'বাপজান, মা কালিরে সাজাইয়া লই। তারপর ফটো তুইল্লো'। সাজানো হলো, পূজা করা হলো। এই পূজার কারণ জিজ্ঞাসা করতেই প্রতিমা রানী (৩৫) বললেন, 'প্রতিবছর এই টাইমে আমরা মা কালিরে ভক্তি দেই ফসল বাঁচানোর লাইগা। পরপর তিনবার ফসল আইলো না। এইবারও যদি না আহে তাইলে না খাইয়া মরণ লাগবো।'

শুধু জামালগঞ্জের হালির হাওর নয়, সুনামগঞ্জের প্রত্যেকটি হাওরের এই অবস্থা। হাওরের একমাত্র ফসল বোরো ধান বাঁচানোর জন্য এদের চেষ্টার শেষ নেই। অসহায় মানুষেরা তাই নামাজ-রোজা, ভক্তি পূজা, মাজার জেয়ারত, দোয়া মানতের মধ্য দিয়ে সৃষ্টিকর্তাকে ডাকে আগাম বন্যার পানি ঠেকানোর জন্য। এছাড়া কিছুই করার নেই তাদের। যা করার আছে তা হলো বাঁধ নির্মাণ। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে এটা সম্ভব নয়। প্রতিবছর সরকার এগিয়ে আসে বাঁধ নির্মাণের কাজে। রাজনৈতিক দলীয়করণ, টেন্ডারবাজি, দুর্নীতি, ঠিকাদারদের অসাধুতার ফলে কোনোবারই পরিপূর্ণ কাজ হয় না বাঁধের। তাই প্রতিবছর কোটি কোটি টাকার পাকা ধান নষ্ট হয়ে যায় বন্যার পানিতে। ধান যখন পাকার সময়, কৃষকের মুখে হাসি ফোটার সময় তখনই প্রবল বর্ষণ আর পাহাড়ি ঢলে ডুবে যায় হাওর। ডুবে যায় সোনালি ধান, ডুবে যায় কৃষকের সোনালি স্বপ্ন, বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন। পাগনার হাওর, টাঙ্গুয়ার হাওর, আঙ্গালুরি হাওর, খরচার হাওর, কালনার হাওর- বলতে গেলে প্রায় সবগুলো হাওরের একই রকম অবস্থা। এসব হাওর তথা ফসল বাঁচানোর জন্য সরকার এবার ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নিয়েছে। অতীতের দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা রোধে সরকার বাঁধ নির্মাণে নতুন নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে পানি উন্নয়ন বোর্ড কাজ করছে নীতিমালা বাস্তবায়নে। বিভিন্ন হাওরে স্থানীয় প্রতিনিধিদের নিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) করা হয়েছে। এই পিআইসি কাজ করেছে আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি। এদের কাজের ফলেই মানুষ আশাবাদী হচ্ছে, ফসল বাঁচানোর স্বপ্ন দেখছে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হাওর অধ্যুষিত এলাকাগুলোর মধ্যে সুনামগঞ্জ অন্যতম। উত্তরে মেঘালয় পর্বতমালা, দক্ষিণে ত্রিপুরার পাহাড় এবং পূর্বদিকে মণিপুরের উচ্চ ভূমি দ্বারা ঘেরা এই হাওর অববাহিকাটি। বিশাল এই পলিগঠিত জলাভূমিতে অজস্র স্থায়ী অগভীর জলমহাল অর্থাৎ বিল রয়েছে। পাশের দেশ ভারতের অসংখ্য পাহাড়ি ঢলের পানি এসে জমা হয় এই পলিভূমিতে। শুকনো মৌসুমে অধিকাংশ পানি সরে যায়। টানা খরা মৌসুমের শেষের দিকে পানি পুরোপুরি শুকিয়ে গেলে ধান উৎপাদনের তোড়জোড় শুরু হয়। প্রতিবছর মার্চ মাসের শেষের দিকে এবং এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে পাহাড়ে প্রচুর বৃষ্টি নামে। এই পাহাড়ি ঢলের পানিতে বাঁধ ভেঙে ফসল ডুবে যায়। অথচ হাওরের ফসল ঠিকমতো তুলতে পারলে দেশে খাদ্যশস্যের

বড় রকমের অভাব দূর হয়।

সুনামগঞ্জের মোট জমির ৬৫.৪৯% জমি এক ফসলি। বোরো মৌসুমে একবার মাত্র ধান চাষ হয়। এই ধান ডুবে গেলে দুর্দশা নেমে আসে এই এলাকার মানুষের। অথচ স্বাধীনতার ৩৩ বছর পরেও কোনো স্থায়ী ব্যবস্থা হয়নি ফসল বাঁচানোর। প্রতিবছর টেন্ডারের মাধ্যমে কিছু কিছু কাজ হতো। কিন্তু এসব কাজ ফসল বাঁচানোয় কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি। তাই এ বছর থেকে কাজ শুরু করেছে পিআইসি। সাধারণ মানুষেরা বেশ ভালোভাবেই নিয়েছে পিআইসিকে। বিভিন্ন এলাকা ঘুরে, লোকজনের সঙ্গে কথা বলে বেশ সন্তোষজনক অবস্থা দেখা গেছে।

‘পিআইসি নির্মিত বাঁধ বন্যা ঠেকাতে সক্ষম হয়েছে’

মেজর (অবঃ) হাফিজউদ্দিন আহমেদ *বীর বিক্রম*

পানিসম্পদমন্ত্রী

গত ৩১ মার্চ ঢাকা থেকে পিআইসির কাজ পরিদর্শনে আসেন পানিসম্পদমন্ত্রী মেজর (অবঃ) হাফিজউদ্দিন আহমেদ (বীর বিক্রম)। তিনি তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, ‘হাওর অঞ্চলের বাঁধ রক্ষায় পিআইসি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। কন্ট্রাক্টর দিয়ে যে কাজ করা হতো তারচেয়ে অনেক বেশি কাজ করেছে পিআইসি চেয়ারম্যানগণ। এ কাজের সুফলতা জনগণ ইতিমধ্যে পেতে শুরু করেছে। গত বছরে ১৯ এপ্রিল বাঁধের উপরে দিয়ে পানি প্রবেশ করে ফসল নষ্ট হয়েছিলো। এবার অন্যান্যবারের চেয়ে অনেক আগে ফ্লাশ ফ্লাড হয়েছে। তারপরও পিআইসি নির্মিত বাঁধ বন্যা ঠেকাতে সক্ষম হয়েছে। স্থানীয় প্রতিনিধিদের নিয়ে পিআইসি গঠন করা হয়েছিলো এবং তারা কাজে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। আমাদের সীমিত অর্থের দ্বারা হাওর অঞ্চলের মানুষের প্রাণের দাবি বাঁধ রক্ষায় আমরা যে দায়িত্ব তাদের ওপর দিয়েছিলাম তারা তা পালন করেছে।’

অধিকাংশ বাঁধের কাজ শেষ হয়েছে যথাসময়ে। বরাদ্দকৃত কাজের বাইরে ব্যক্তিগতভাবেও অনেক কাজ করেছেন পিআইসি’র চেয়ারম্যান। ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধি হিসেবে তারা নিজ নিজ এলাকায় এসব কাজ করেছে। বাঁধের কাজ যথাসময়ে হলেও কিছু অনিয়ম, দুর্বলতা চোখে পড়েছে প্রায় সর্বত্র। মাটি ফেলার আগে ঘাস ছাঁটার কথা থাকলেও কেউ এটা করেনি। তাই আফরের ওপর দিয়ে ঘেমে ঘেমে পানি ঢুকছে হাওরে। এতে করে বাঁধের মাটি নরম হয়ে যাচ্ছে। কোথাও কোথাও ফাটল ধরা শুরু হয়েছে। মাটি ঠিকমতো দুরমুজ করা হয়নি। বাঁধে ব্যবহৃত মাটির ব্যাপারে রয়েছে সুস্পষ্ট নির্দেশ। ৩০% কাদা, ৪০% পলি এবং ৩০% বেলে মাটি ব্যবহারের নির্দেশ থাকলেও কেউ এটা মানেনি। বাঁধের পাশের জমির মাটি ব্যবহারের কথা স্বীকার করেছে সকল পিআইসি চেয়ারম্যান। বাঁধে ঘাস লাগানোর বরাদ্দ থাকলেও লাগানো হয়নি। এ ব্যাপারে পিআইসি চেয়ারম্যানরা জানায়, বরাদ্দকৃত টাকা কেটে নেয়া হয়েছে। বাপাউবো এটা করেছে ফান্ড তৈরির জন্য। যে ফান্ড জরুরি সময়ে কাজে লাগবে।

শরিফপুর, সোনাপুর, লক্ষ্মীপুর, ফতেপুর, বেহেলী প্রায় প্রত্যেকটি গ্রামের স্থানীয় জনগণ অভিযোগ করেছে পিআইসি’র বিরুদ্ধে। পিআইসি চেয়ারম্যান একক কর্তৃত্বে কাজ করেছে। কারো পরামর্শ নেয়নি। আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে কাজ ভালো হয়েছে বলে স্বীকার করেন এলাকাবাসী। কিন্তু তারা মনে করেন, কাজ আরো ভালো করা যেতো।

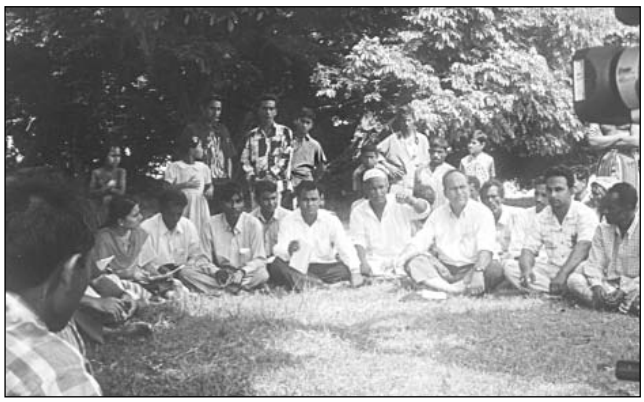

GjvKvevmxi m‡½ wcAvBwm wb‡q Av‡jvPbv Ki‡Qb bvMwiK D‡`¨v‡Mi †bZe›`

গ্রাম সরকার, মহিলা প্রতিনিধি, সমাজকর্মী, সুবিধাভোগী নিয়ে পিআইসি গঠন করা হলেও কাজ করেছে শুধু পিআইসি চেয়ারম্যান। হালির হাওর উন্নয়ন কমিটির সভাপতি জুনু মিয়া বলেন, ‘আমি একটি পিআইসি’র মেম্বার। কই আমারে তো কোনো দিন ডাকেনি। আমার কোনো পরামর্শ নেয়া হয়নি। শনির হাওর যদি রক্ষা করা যায় তাহলে হালির হাওর কেন রক্ষা করা যাবে না?’

AcwiKwíZ eva wbgv‡Yi d‡j ewZj †KwU UwKvi স্লুইস গেট

এসব অভিযোগের ভিত্তিতে কথা হয় কয়েকজন পিআইসি চেয়ারম্যানের সঙ্গে। বেহেলী ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার রামকুমার, বজন কুমার দাস এবং ফতেপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান এরা সবাই এলাকাবাসীর অনেক অভিযোগ মেনে নিয়েছেন। কাজ শুরুর আগে তারা সবাই ৮০০ টাকা দিয়ে শিডিউল কিনেছেন। পিআইসি চেয়ারম্যান নুরু মেম্বার বলেন, ‘শিডিউল কিনে আমরা কন্ট্রাক্টর হয়ে গেছি। তারপর আর পিআইসি নাই। ওয়াপদায় পারসেন্টিস দিছি। ১০০ ভাগ কাজ কইরা এখনো ৫০ ভাগ টাকা পাই নাই।’ বাপাউবোর বিরুদ্ধে এ জাতীয় অভিযোগ

সবগুলো পিআইসি'র। অগ্রিম টাকা চেয়ে পায়নি কেউ। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পিআইসি চেয়ারম্যান বলেন, 'অ্যাডভান্স টাকার লাইগ্যা ৭ হাজার টাকা ঘুষ দিছি তবু পাই নাই। কাজ শুরু করার পর কিছু টাকা পাইছি।' সময়মতো টাকা না পাওয়ায় সুদের ওপর টাকা নিয়ে কাজ করেছেন অনেকে। তারা এখন টাকা তোলার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছেন ওয়াপদায়। বাপাউবোর এসও এবং এসডিদের নির্ধারিত পারসেন্টিস দিয়ে হলেও টাকা তুলতে চায় তারা। এ জন্য প্রতিদিন ঘুর ঘুর করছে বাপাউবো অফিসে।

জামালগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সঙ্গে পিআইসি নিয়ে আলাপকালে তিনি বলেন, 'পিআইসিতে দু'জন সদস্য মনোনয়ন দেয়া ছাড়া আমার তেমন কোনো ভূমিকা নাই।' তার মনোনীত সদস্যরা নামেমাত্র, কাজে নাই। এ রকম এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, ' পিআইসি কাজ করছে কন্ট্রাক্টরদের মতো।' একই বিষয় নিয়ে আলাপ হয় জেলা কৃষি কর্মকর্তার সঙ্গে। তিনি বলেন, 'আমাদের দেশে দুটো বিভাগ একসঙ্গে কখনো কাজ করে না। ফসলের বিষয়টি আমার বিভাগ সম্পর্কিত হলেও পিআইসি'র কাজে আমাদের সংশ্লিষ্টতা নাই। তবে উন্নত বিশ্বের মতো আমরা যদি বাপাউবোর সঙ্গে একত্রিত হয়ে কাজ করতে পারতাম তাহলে ভালো হতো।' যেকোনো কাজেই সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলো যদি মিলেমিশে কাজ করে তাহলে কাজের পরিধি, মান এবং স্থায়িত্ব বাড়ানো সম্ভব।

২০০১ ও ২০০২ সালে বন্যা ধ্বংস করে দেয় এই এলাকার প্রচুর ফসল। ২০০৪ সালের বন্যায় ১০টি উপজেলার ৮৪টি ইউনিয়নের ২ লাখ ৫০ হাজার পরিবার হয়ে যায় সর্বস্বান্ত। গত পাঁচ বছরে এই হাওরাঞ্চলে

cvwb m¤ú`gšx nvdR DwÏb Avn‡g` eva cwi`k‡b wM‡qwQ‡jb, 31 gvP 2005

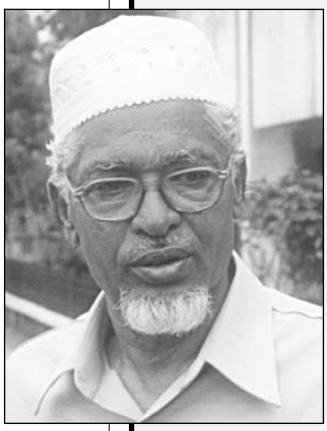

'প্রথমবারে কিছু দুর্বলতা দেখা দিয়েছে, আগামীতে এ ধরনের সমস্যা হবে না'

ফজলুল হক আছপিয়া *সাংসদ, সুনামগঞ্জ-৪*

সাপ্তাহিক ২০০০ : বিগত বছরগুলোতে হাওরের বাঁধের কাজ কন্ট্রাক্টরদের দিয়ে করানো হতো বর্তমানে পিআইসি দ্বারা করানো হচ্ছে। দুই পদ্ধতির মধ্যে কোনটি ভালো বলে মনে করেন?

ফজলুল হক আছপিয়া: পিআইসি এই প্রথমবারের মতো কাজ করছে। অন্যান্যবারের তুলনায় এবার অনেক বেশি কাজ হয়েছে। কন্ট্রাক্টরগণ কাজে ফাঁকি দিত, কাজ কম করতো পক্ষান্তরে পিআইসি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছে। দুটি পদ্ধতির মধ্যে পিআইসি অনেক বেটার।

২০০০ : গত বছরের তুলনায় এবার বরাদ্দ দ্বিগুণের বেশি দেয়া হয়েছে- এটা কি কাজ বেশি হওয়ার একমাত্র কারণ নয়?

ফজলুল হক আছপিয়া : বরাদ্দ বেশি দেয়া হয়েছে একথা সত্য। এর চেয়ে বড় কথা হলো সকল পিআইসি চেয়ারম্যান সময় মতো অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছে। গত বছর ১৯ এপ্রিল পাহাড়ি ঢলের পানি হাওরে ঢুকেছিল, এবার পাহাড়ি ঢল এসেছে ২২ মার্চ। শুধু পিআইসি কর্তৃক আগাম বাঁধ নির্মাণের কারণে এখন পর্যন্ত ফসল রক্ষা পেয়েছে।

২০০০ : তারপরও বেশ কয়েকটি হাওরে পানি প্রবেশ করেছে এবং ব্যাপক ফসলহানি হয়েছে?

ফজলুল হক আছপিয়া : এ বছর প্রায় এক মাস আগে পাহাড়ি ঢলের পানি এসেছে। নির্মিত বাঁধগুলো এখনো ঢলের জলের চাপ ঠেকানোর মতো শক্তিশালী হয় নাই। প্রত্যেক হাওরের লেয়ার থেকে নদী ও খালের পানি প্রায় ২ ফুট ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। পানি বাঁধ চুইয়ে এবং কোনো কোনো জায়গায় স্লুইসগেট এবং বাঁধ ভেঙে হাওরে প্রবেশ করেছে। স্থানীয় পিআইসি চেয়ারম্যান জনগণকে সঙ্গে নিয়ে দিন-রাত পরিশ্রম করে যাচ্ছে ফসল রক্ষার জন্য।

২০০০ : পিআইসি তৈরির সময় বিরোধীদলীয় চেয়ারম্যানদের সুপারিশ গ্রহণ করা হয় নাই, তাদের কাজ করার সুযোগ দেয়া হচ্ছে না?

ফজলুল হক আছপিয়া : এভাবে ঢালাওভাবে যে অভিযোগ আপনারা করছেন তা সত্য নয়। আমার নির্বাচনী এলাকায় বিরোধীদলীয় চেয়ারম্যানগণ যে পিআইসি কমিটি দিয়েছে তা আমি নিজে সুপারিশ করেছি। তারা কাজ করেছে এবং ৬০% বিল ইতিমধ্যে পেয়ে গেছে। এ ধরনের অভিযোগের কোনো বিষয় থাকলে আমি নিজে তা দেখবো। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকারি দলের লোকজনের চেয়ে বিরোধী দলের লোকজন বেশি কাজ করে। আমি সরকারি দল বা বিরোধী দল বুঝি না। আমি হাওরের বাঁধ ভালো হলো কি না, ফসল রক্ষা করতে পারলো কি না তা দেখতে চাই। আপনারা গ্রামবাসীর কাছে মতামত নিয়ে সত্যটা তুলে ধরুন।

২০০০ : পিআইসির বিল নিয়ে ব্যাপক হয়রানি করা হচ্ছে। টেন্ডারের সময় ৮০০ টাকা রাখা হয়েছে। বিল প্রদানে গড়িমসি করা হচ্ছে। স্থানীয় পিআইসি চেয়ারম্যানগণ পাউবোর নির্বাহী প্রকৌশলীর বিরুদ্ধে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ এনেছে, এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি?

ফজলুল হক আছপিয়া : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী সুনামগঞ্জ শাখার বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত কোনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায় নাই। আমার কাছেও কেউ অভিযোগ করে নাই। ৩৬% যে টাকা কেটে রাখা হয়েছে তাও সত্য নয়। এই টাকা ১০% সিকিউরিটি মানি হিসাবে ফসল ওঠার পূর্ব পর্যন্ত রাখা হবে। আর ৬% ভ্যাট। আর ২০% টাকা অচিরেই দিয়ে দেয়া হবে।

২০০০ : বাঁধ এলাকায় গিয়ে দেখা গেছে পিআইসি চেয়ারম্যান এবং সুপারভাইজার কাজ করেছে। অথচ কাজ করার কথা ছিল ৭ জনের কমিটি নিয়ে, যা কোনো জায়গায় করা হয় নাই।

ফজলুল হক আছপিয়া : পিআইসি মূলত ৭ জনের কমিটি। সবাইকে সঙ্গে নিয়েই কাজ করার কথা। প্রথমবারে কিছু দুর্বলতা দেখা দিয়েছে। আগামীতে এ ধরনের সমস্যা হবে না। সবাইকে সঙ্গে নিয়েই কাজ করা হবে।

৫৮৭ কোটি ১২ লাখ ১৮ হাজার টাকার ফসলডুবি ঘটেছে। ক্ষতিগ্রস্ত জমির পরিমাণ ১৬ লাখ ২ হাজার ৩৩০ একর। এর বেশির ভাগ ক্ষতি হয়েছে অকাল বন্যার কারণে। অথচ পাহাড়ি নদীর উৎসস্থলগুলো ড্রেজিং করে, নদীতীরে সাময়িক বা Weš বাঁধ দিয়ে এই অকাল বন্যা থেকে ফসল বাঁচানো সম্ভব। এতে করে প্রাথমিক অবস্থায় পানি ঠেকানোর কাজ করবে বাঁধ। ধান তোলা হয়ে গেলে বাঁধের উপর দিয়ে পানি চলে আসবে। বাঁধ Weš Ae¯vq _vK‡e, ¶wZM¯' n‡e bv| Ab¨w`‡K nvI‡ii gvQ ewP‡q ivL‡e cwb| †Kbbv, ফসলের পাশাপাশি হাওর অঞ্চলের মাছ জাতীয় অর্থনীতিতে বিশাল ভূমিকা রাখে। তাই হাওরে পানি ধরে রাখারও প্রয়োজন পড়ে। ফসল ও মাছ এ দুটো বাঁচানোর জন্যই পরিকল্পিত বাঁধ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। কিন্তু অনেক জায়গায় অব্যবস্থাপনা চোখে পড়েছে। তাড়াহুড়ো করে শেষ সময়ে বাঁধের ক্লোজার বন্ধ করতে গিয়ে বাতিল করে দেয়া হচ্ছে স্লুইস গেট, হালির হাওরে রাতলা স্লুইস গেট পেছনে রেখে বাঁধ নির্মাণ করছে এক কন্ট্রাকটর। নিজের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক তিনি বলেন, ‘আমি আগে বাঁধের অনেক কাজ করেছি। রাতলার ক্লোজার বন্ধে পিআইসিতে কোনো বরাদ্দ ছিল না। কিন্তু বিকল স্লুইস গেট দিয়ে পানি ঢুকতে থাকলে ওয়াপদা আমাকে মৌখিকভাবে ক্লোজার বন্ধের নির্দেশ দেয়। এখনও কোনো টাকা-পয়সা দেয়নি।’ অথচ আর ১৫ দিন আগে যখন পানির চাপ কম ছিল তখন স্লুইস গেটটি সংস্কার করা যেত। এটা না করে যে অপরিণামদর্শিতা দেখানো হয়েছে তা শুধু সরকারি অর্থের অপচয়। পূর্বের যে কোনো সময়ের চেয়ে এবার অর্থ বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। সঠিক পরিকল্পনা এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাবে কাজে আশানুরূপ অগ্রগতি হয়নি। হাওরের পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থাকে সহজ করার জন্য পরিকল্পিত স্ট্যাটিসটিক্যাল সার্ভে বড় ভূমিকা রাখতে পারে।

সুনামগঞ্জের হাওর এলাকা ঘিরে অনেক পুরনো যে বাঁধ দেয়া আছে তাকে এলাকাবাসী আফর বলেন। প্রতি বছর বন্যার আগে এই আফরের বিভিন্ন অংশে ভাঙন রোধ করার জন্য মাটি ফেলা হয়। শুধু ক্লোজার বন্ধ করে ফসল বাঁচানো যাবে না। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে এই আফর পুনঃনির্মাণ করে শক্ত বাঁধ তৈরি করা জরুরি হয়ে পড়েছে। ফতেপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বলেন, হাওরের কোনো আফর নেই। পুরোটাই ক্লোজার অর্থাৎ আফরের যে অবস্থা তাতে সবটায় কাজ হওয়া উচিত। কিন্তু কাজ হয়েছে নির্দিষ্ট কিছু জায়গায়। বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নে স্থানীয় জনগণের মতামতকে গুরুত্ব দেয়া উচিত। কারণ, তারা ঢলের পানির গতি-প্রকৃতি বাঁধের আকার এবং গঠন সম্পর্কে ভালো ধারণা দিতে পারবে।

পিআইসি ও বাঁধ নির্মাণ প্রসঙ্গ নিয়ে দীর্ঘ আলাপচারিতায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সুনামগঞ্জ পৌরসভার চেয়ারম্যান দেওয়ান মমিনুল মউজ উদ্দিন। তিনি বলেন , আমার পৌরসভার ভেতরে কোনো হাওরে কাজ হয়নি। আমাকে কোনো ব্যাপারেই জানানো হয়নি। পিআইসি গঠনে আত্মীয়করণ, দলীয়করণ হয়েছে। অনেক ইউনিয়ন পরিষদ

wcAvBwm0i Kvhµg wb‡q ¯vbxq †bZe‡›`i m‡½ Av‡jvPbv Ki‡Qb bvMwiK D‡`¨v‡Mi †bZe›`

nvIo GjvKvq cwb c‡ek Ki‡Q weKj স্লুইস গেট w`‡q

‘পিআইসি হাওর অঞ্চলে বাঁধ রক্ষার অতন্দ্র প্রহরী’

জাফর সিদ্দিক

জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ

পিআইসি সম্পর্কে সুনামগঞ্জ জেলার ডিসি জাফর সিদ্দিক বলেন, ‘পিআইসি হাওর অঞ্চলে বাঁধ রক্ষার অতন্দ্র প্রহরী। গত বছরের তুলনায় এবার আমরা হাওরগুলোর বাঁধ রক্ষায় দ্বিগুণ বরাদ্দ দিয়েছি। পিআইসি যে কাজ করেছে তা পূর্বের যে কোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি সফল হয়েছে। কাজের মান অন্যান্য বছরের চেয়ে অনেক ভালো হয়েছে। স্থানীয় জনগণের সার্বিক সহযোগিতায় পিআইসি ইতিমধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলতে সক্ষম হয়েছে। পিআইসির কাজগুলো সফল করতে হলে আফরগুলো আরো উঁচু করা প্রয়োজন। পিআইসিকে আরো শক্তিশালী করার জন্য এর দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করে তা সবল করতে হবে। স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ আরো বাড়াতে হবে। কাজের স্বচ্ছতার জন্য যে কোনো প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হবে।’

চেয়ারম্যান পিআইসির কাজ পায়নি। অথচ তাদের ইউনিয়নে পিআইসির কাজ নিয়ন্ত্রণ করছে নির্বাচনে ২০০ ভোট পাওয়া প্রার্থী। কারণ হুইপের কাছের লোক। ঠিকভাবে গঠন করা হলে একমাত্র পিআইসির মাধ্যমেই বাঁধ নির্মাণে সুফল পাওয়া যেতে পারে। সুনামগঞ্জ বাঁচাও আন্দোলন নামে হাওর রক্ষাসহ ৭ দফা দাবি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন তিনি।

সাপ্তাহিক ২০০০ থেকে হাওর পরিদর্শনে গিয়ে দেখা গেছে পিআইসির কাজ মোটামুটিভাবে ভালো হয়েছে। আগের কন্ট্রাক্টরদের চেয়ে ভালো কাজ করেছে বলে রায় দিয়েছেন এলাকাবাসী। সবাই মনে করেন, পিআইসির কিছু দুর্বলতা দূর করতে পারলেই আগামীতে ফসল বাঁচানোর কাজ ভালোভাবে সম্ভব হবে।

পিআইসি সম্পর্কে পানি উন্নয়ন বোর্ডের ডিজি শরীফ রফিকুল ইসলাম বলেন, 'পিআইসি জনগণের আশা বাস্তবায়নের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বৃষ্টি ও বন্যা প্রকৃতির সৃষ্টি। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় পিআইসি এ বছর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। জনগণের প্রত্যাশা বাস্তবায়নে পিআইসি যথেষ্ট আন্তরিক। এ বছর সুনামগঞ্জ হাওরের বাঁধ রক্ষায় এ পদ্ধতি সফল হয়েছে। এ বছর পিআইসির যাত্রা শুরু। প্রাথমিক অবস্থায় কিছু দোষত্রুটি থেকে যায়। তবে পূর্বে কন্ট্রাক্টর দিয়ে কাজ করানোর সময় যে বিভিন্ন ত্রুটি ছিল তার তুলনায় পিআইসি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। ইতিমধ্যে যেসব পিআইসি কাজ সম্পন্ন করেছে তাদের ৬০% টাকা দিয়ে দেয়া হয়েছে। বাকি টাকা ফসল ওঠার পর দেয়া হবে। তবে পিআইসিকে শর্ত মোতাবেক কাজ করতে হবে।'

পিআইসি সম্পর্কে সাবেক সাংসদ দেওয়ান সামছুল আবেদীন বলেন, সুনামগঞ্জের ২৮টি হাওর রক্ষায় এখন পর্যন্ত পিআইসি সফল হয়েছে। তবে পিআইসির বেশ কিছু দুর্বলতাও রয়েছে। মূলত পিআইসি গঠন করা হয়েছে দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। সরকার দলীয় লোকজন অধিকাংশ ক্ষেত্রে পিআইসির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছেন। সে জন্য পিআইসি জনগণের জন্য কাজ করলেও মূলত সরকারদলীয় মুখপাত্র হিসেবে ভূমিকা রাখছে। পিআইসি যে বাঁধ নির্মাণ করেছে তার কোথাও আফরের দূর্বা পরিষ্কার করেনি। অধিকাংশ বাঁধে ঘাস লাগায়নি। কোথাও সাইনবোর্ড নেই। বাঁধের স্থায়িত্ব এবং হাওরের ফসল বাঁচানোর জন্যই এগুলোর প্রয়োজন ছিল।

তারপরও সার্বিক বিবেচনায় অন্যান্য যেকোনো সময়ের চেয়ে এবার কাজ অনেক বেশি হয়েছে। জেলার বিশিষ্ট কন্ট্রাক্টর ও জাতীয় শ্রমিক লীগের জেলা সভাপতি মোঃ সিরাজুর রহমান বলেন, পিআইসি মূলত বর্তমানে সরকারদলীয় মুখপাত্রের ভূমিকা পালন করছে। দলীয় লোকজনকে শক্তিশালী করার জন্য এই পন্থা আবিষ্কার করা হয়েছে। তৃণমূল পর্যায়ে সরকারদলীয় নেতা-কর্মীদের অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী করার জন্য পিআইসি তৈরি করেছে। বিরোধীদলীয় চেয়ারম্যানদের নির্মিত পিআইসি স্থানীয় সাংসদ অনুমোদন দেননি। তারা কাজ করার সুযোগ পাচ্ছেন না। গত ২০০২-০৩ অর্থ বছরে বিল ৮০% দেওয়া হয়েছে। ২০% সরকারের কাছে ফেরত গেছে। বর্তমানে বরাদ্দ দ্বিগুণ করা হলেও কাজ আগের তুলনায় বেশি হয়নি। এ কথা সত্যি যে, পিআইসি পদ্ধতিটা ভালো। তবে স্থানীয় ইউনিয়ন পর্যায়ের জনপ্রতিনিধিদের ওপর হস্তক্ষেপ বন্ধ

'পিআইসি চেয়ারম্যানদের অ্যাডভান্স টাকা দিয়ে কাজ করানো উচিত'

মাহবুবুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, সুনামগঞ্জ

সাপ্তাহিক ২০০০ : পিআইসি এবং কন্ট্রাকটরদের দেয়া বাঁধের মধ্যে আপনি কোনটি বেটার বলে মনে করেন?

মাহবুবুর রহমান : আমি সুনামগঞ্জ জেলা পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলীর দায়িত্ব গ্রহণ করার পর উভয় পদ্ধতির দেয়া বাঁধের কাজ দেখেছি। তাতে পিআইসি অনেক বেটার কাজ করেছে।

২০০০ : আপনার বিরুদ্ধে ৩৬% টাকা কেটে রাখার অভিযোগ রয়েছে, বিষয়টি কতটুকু সত্য?

মাহবুবুর রহমান : বিষয়টি আদৌ সত্য নয়। ৩৬% টাকা কেটে রাখা হয় নাই। মোট টাকার ৬% ভ্যাট হিসেবে কেটে রাখা হবে। ১০% সিকিউরিটি মানি ফসল ওঠার পরে পাবে। ২০% দু-এক সপ্তাহের মধ্যে দিয়ে দেয়া হবে। তবে সময়মতো যারা কাজ করতে পারে নাই তাদের শাস্তিস্বরূপ কিছু টাকা কেটে রাখা হবে।

২০০০ : পানি সম্পদমন্ত্রীর ঘোষণা সত্ত্বেও পিআইসি চেয়ারম্যান এখনো টাকা পায়নি কেন?

মাহবুবুর রহমান : সুনামগঞ্জের ২৮টি হাওরের মধ্যে বাঁধ নির্মাণের জন্য মোট বরাদ্দ ছিল ৬ কোটি ৩০ লাখ টাকা। এই টাকার বিপরীতে আমরা এখন পর্যন্ত পেয়েছি ৩ কোটি ৬০ লাখ টাকা যা সম্পূর্ণ বিল আকারে দিয়ে দেয়া হয়েছে। বাকি টাকা আগামী দু-এক সপ্তাহের মধ্যে পাওয়া যাবে। টাকা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিল দিয়ে দেয়া হবে।

২০০০ : সরজমিনে গিয়ে দেখা গেছে প্রায় সকল পিআইসি চেয়ারম্যান এসও এবং এসডি'র বিরুদ্ধে টাকা ঘুষ নেয়ার কথা বলেছে। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি?

মাহবুবুর রহমান : এ ধরনের কোনো লিখিত অভিযোগ আসে নাই। কারো বিল না দেয়ার কোনো ইচ্ছা আমাদের নেই। Due time-এ তারা বিল পাবে। এ ধরনের কোনো অভিযোগ থাকলে তারা আমার কাছে করতে পারে। আমি অ্যাকশন নেবো।

২০০০ : শিডিউল কেনার সময় ফরম পূরণ করে ৮০০ টাকা নেয়ার অভিযোগ রয়েছে- এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি?

মাহবুবুর রহমান : শিডিউল কেনার সময় ৮০০ টাকা নেয়া হয়েছে বিষয়টি সত্য। এই টাকা সরকারের রাজস্ব খাতে জমা দেয়া হয়েছে। এই টাকা পাউবো পায় নাই।

২০০০ : পিআইসি কমিটির সকলকে বাদ দিয়ে শুধু চেয়ারম্যানের স্বাক্ষরে টাকা দেয়া হচ্ছে কেন?

মাহবুবুর রহমান : শুধু চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর লাগবে। কমিটির সবার স্বাক্ষর নিতে হবে এমন কোনো কথা নেই। তারপরও আমরা কাজের স্বচ্ছতার জন্য Last Bill-এ পিআইসি কমিটির সকলের সম্মতি নিয়ে দেবার চেষ্টা করবো। তবে আগামীতে তাদের সবার চেষ্টায় সফল হবে এই পদ্ধতি।

২০০০ : পিআইসিকে কিভাবে শক্তিশালী করা যায়?

মাহবুবুর রহমান : পিআইসিকে শক্তিশালী করার জন্য পিআইসি চেয়ারম্যানদের অ্যাডভান্স টাকা দিয়ে কাজ করানো উচিত। তাদের পেমেন্টগুলো কিভাবে সহজ করা যায় তার চেষ্টা করা দরকার। তারা যাতে হয়রানির শিকার না হয় এবং সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। কাজের স্বচ্ছতার জন্য সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হবে। এই পদ্ধতিটাকে মডিফাই করা হবে।

করা উচিত। বিল পাবার ক্ষেত্রে পিআইসি নানাভাবে হয়রানি হচ্ছে, তা বন্ধ করা উচিত।

হাওর অঞ্চলটিকে চারদিক থেকে সাপের মতো পেঁচিয়ে রেখেছে অসংখ্য ছড়া, পটাং, খাল, বিল, নদী। এই নদীগুলোই হাওরের প্রাণ। হাওরে অন্যতম প্রধান নদী সুরমা ও কুশিয়ারা পাহাড় থেকে নেমে এসে একস্থানে মিলিত হয়েছে। কালনী, খোয়াই, শিয়াইন, সোনাই, মনু, ডালাই, উর্মি, রত্না, সোমেশ্বরী, আগরা ইত্যাদি নদীগুলো মিলিত হয়েছে সুরমা ও কুশিরারায়। সুরমা ও কুশিয়ারার মিলনস্থল এবং মেঘনার উৎপত্তিস্থলটিকেই হাওরের কেন্দ্র বলা হয়। এই কেন্দ্রকে ঘিরেই সৃষ্টি হয়েছে অনন্য প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের হাওর। হাওরের ফসল বাঁচলে দেশের প্রয়োজনীয় খাদ্য শস্যের তিন ভাগের এক অংশ পূরণ হয়। শুধু অপরিকল্পিত বাঁধ এবং বাপাউবোর অব্যবস্থাপনার জন্য প্রতি বছর কোটি কোটি টাকার ফসল নষ্ট হচ্ছে। নদী খনন করে পাহাড়ি ঢলের পানি প্রবাহের একটা ব্যবস্থা করা যেতে পারে। শুধু এই একটি কাজ বদলে দিতে পারে, সুনামগঞ্জের জীবনচিত্র। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার সঙ্গে বাপাউবোর কর্মদক্ষতা, সততা এবং সচেতনতা দারিদ্র্যের কষাঘাত থেকে মুক্ত করতে পারে হাওর অঞ্চলের মানুষকে। অথচ কিছু দুর্বলতার জন্য মানুষের মাঝে যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে তা পিছনে ঠেলে দিচ্ছে এই এলাকার জনসাধারণকে। অনিশ্চয়তা দূর করার জন্য এবং ফসল ও এই এলাকার মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে কাজ করছেন অনেকেই। অ্যাকশন এইড বাংলাদেশের উদ্যোগে সিএনআরএসের সহযোগিতায় বিভিন্ন ¯‡ii bvMwiK Ges mvaviY gvb‡li mw¤§wjZ cqv‡m MwVZ n‡q‡Q 'হাওরবাসী রক্ষায় নাগরিক উদ্যোগ'। নিয়মিত বাঁধ পরিদর্শনের পাশাপাশি এলাকার মানুষের মাঝে সচেতনতা তৈরির জন্য কাজ করে যাচ্ছেন তারা। বিভিন্ন স্তরের মানুষ নিয়ে পৌর চেয়ারম্যান চালিয়ে যাচ্ছেন 'সুনামগঞ্জ বাঁচাও আন্দোলন'। এছাড়া প্রত্যেকটি হাওর এলাকায় স্থানীয় লোকজন মিলে গঠন করেছে 'হাওর উন্নয়ন কমিটি'। এই কমিটিগুলো কাজের তদারকি ছাড়াও নিজেরা চাঁদা দিয়ে করছেন কিছু কিছু কাজ। সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা বেড়েছে আগের চেয়ে অনেকখানি। পরিকল্পনা অনুসারে পিআইসি গঠন করে নীতিমালা অনুযায়ী কাজের বাস্তবায়ন করতে পারলেই সম্ভব হবে ফসল বাঁচানো। ফসল বাঁচলে এই এলাকার মানুষ বাঁচবে এবং জাতীয় অর্থনীতিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারবে সুনামগঞ্জ। পিআইসির সুষ্ঠু কার্যক্রম নিশ্চিত করার মধ্য দিয়েই হাওরের ফসল নিশ্চিত করা সম্ভব। আর ফসল নিশ্চিত করার মধ্য দিয়েই নিশ্চিত হবে কৃষকের হাসি।

ksKi cmv` †`e
Dc‡Rjv wbevnx KgKZv
Rvgvj MÄ, mbvgMÄ

Avãi ikx`
†Rjv Kwl KgKZv
mbvgMÄ

wi‡cvUwU ˆZwi n‡q‡Q
BD‡iwcqvb Kwgk‡bi
wnD‡gwb‡Uwiqvb GBW Awdm I
A¨vKkb GBW evsjv‡`k-Gi mnvqZvq